Rs. 2.00
মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : IX Issue : VIII, 15th, November, 2020 অগ্রহায়ণ, ১৪২৭, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

সবাইকে বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আশা করেছিলাম, অতিমারীর অভূতপূর্ব অবস্থার মধ্যেও শরতের অরুণ আলোর অঞ্জলিতে ভরে উঠবে সকল গৃহ। কিন্তু তা হয়নি। করোনা ভীতিকে ছাপিয়ে অর্থনীতির অনিশ্চয়তা গ্রাস করেছে সবাইকে। এপ্রিল-জুলাইয়ে, এশিয়া-অস্ট্রেলিয়া দেশগুলির মধ্যে, ভারতের আর্থিক সঙ্কোচন সর্বাপেক্ষা বেশি (–২৩.৯ শতাংশ)। জাপান (–৯.৯ শতাংশ), শ্রীলঙ্কা (–১.৬), মালয়েশিয়া (–১৭.১)-এর অবস্থা আমাদের চেয়ে অনেক ভালো, চীন (+৩.২ শতাংশ) ও ভিয়েতনামের (+০.৩৬ শতাংশ) কথা বাদই দিলাম। যে সব তথ্য অর্থনীতিবিদ, অধ্যাপক কৌশিক বসু, টুইট করে জানিয়েছেন, আমরা তা প্রতিদিনের জীবনযাপনে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

এদিকে কেন্দ্রের সরকার ভারতীয় অর্থনীতির অধঃপতনকে স্বীকার করতেই চান না। উপরন্তু করোনা-পরিস্থিতির অজুহাতে সমস্ত রকম গণতান্ত্রিক আন্দোলন বন্ধ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। নতুন শ্রম আইন চালু করে শ্রমিকশ্রেণীর শতাব্দীপ্রাচীন অধিকারগুলোকে কেড়ে নিচ্ছেন। নতুন কৃষি আইনের সাহায্যে যুগ-যুগান্তের ভারতীয় কৃষিকে কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত করছেন। যার ফলে, ইতিমধ্যেই আলুর চাপে (বর্তমান বাজার দর ৩৬/৪০ টাকা কেজি) ও পেয়াজের ঝাঁঝে (বর্তমানে ৮০/১০০ টাকা কেজি) সাধারণ মানুষের "ত্রাহি মধুসূদন" অবস্থা।

অন্যদিকে আমাদের রাজ্যে আবার আমোদ প্রমোদের গুরুত্ব অনেক বেশি। তাই অর্থের অভাবে সাধারণ স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়লেও বা প্রয়োজনীয় কাজ অসমাপ্ত থাকলেও বারোয়ারি পূজা-কমিটিগুলিকে ৫০০০০ টাকা করে পূজা-অনুদান দিতে কোনো অসুবিধা হয় না।

দীপাবলি সমাগত। বায়ু ও শব্দ দূষণকে স্মরণে রেখেও সবাইকে আগাম শুভেচ্ছা। এসময়ে প্রকৃতি মনোরম হলেও প্রবীণদের শারীরিক সমস্যা বৃদ্ধি পায়। ইতিমধ্যেই কোয়ালিটি ইনডেক্স (এফ কিউ আর) উর্ধ্বগামী, বোঝার উপর শাকের আঁটি, বাজির ধোঁয়া আর বিষাক্ত গ্যাস। এ পোড়া দেশে প্রশাসনও নীরব দর্শক। তাই আদালতই ভরসা।

পত্রিকা সম্পাদনার সাময়িক জোড়াতালি ব্যবস্থাটা অব্যাহত। আশা করি, আগামি সংখ্যায় অবস্থার পরিবর্তন হবে।

ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, বিধি মেনে চলুন।

আসন্ন ১৫তম সম্মেলন সফল করুন

পেলব মুখার্জী

আশা করি সবাই সুস্থ আছেন। বর্তমান পরিস্থিতি সবারই জানা। প্রায় বছরখানেক হলো আপনাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও দেখা-সাক্ষাৎ প্রায় নেই বললেই চলে। এর মধ্যেও আমরা বেঙ্গল ল্যাম্প অঞ্চলে ত্রাণ সামগ্রী বণ্টনের কাজ করেছি, তাতে আমাদের আবেদনে সাধ্যমত সাহায্য করতে অনেকেই এগিয়ে এসেছেন। অনেকে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যোগাযোগ করতে পারেননি। এতৎসত্ত্বেও আমরা আমাদের স্বাভাবিক কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিনি। মে মাসের ২০ তারিখ, বুধবার থেকে সোম, বুধ, শুক্র আমাদের অফিস ১১টা থেকে ২টো পর্যন্ত খোলা রেখে আমাদের সাধ্যমত যোগাযোগ রক্ষার চেষ্টা চালিয়ে এসেছি। এসময়ে আপনারা জানেন যাবতীয় কাজকর্ম প্রায় সর্বত্র অচল হয়ে পড়েছিল। আমাদের মাসিক প্রবীণ বার্তা প্রকাশ ও বিলি করার সমস্যাও আমরা কাটিয়ে উঠেছি। প্রতি মাসে প্রকাশিত প্রবীণবার্তা ডাকযোগে সকলের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা আমার করতে পেরেছি।

এমতাবস্থায় বার্ষিক সম্মেলন করার মনস্থ করেছি। সরকারী নিয়মানুযায়ী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এই সম্মেলন করার কথা। এইসময় যাবতীয় কাজকর্ম করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান এখনও হয়নি। যোগাযোগের অভাবে যারা নিয়মিত অর্থ প্রদান করতেন তাদের নিকট থেকেও তা আমরা পাইনি। শুধু তাই না, আমাদের বাড়ি ভাড়া থেকে যা আয় হত, তাও অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। ফলে আর্থিক অবস্থা দূর্বল হয়ে পড়েছে। তার মধ্যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত করার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হবে। আমরা আশা করি সকল অসুবিধা আপনাদের সহযোগিতায় কাটিয়ে উঠতে পারব। আমাদের প্রয়াত সভাপতি সর্বদাই বলতেন, ভাল কাজে কোনদিন অর্থের অভাব হয়না। প্রয়োজন সাহসের সাথে এগিয়ে যাওয়া এবং তা যে কতটা সত্যি তা বারেবারে আমরা দেখেছি। এই অবস্থায় গত ১২ নভেম্বর তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ১২ ডিসেম্বর শনিবার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। অনেক সদস্যই আজ আমাদের মধ্যে নেই। স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করে, কেউ বা করোনায় আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন। নতুন কমিটিও গঠন করতে হবে। তাতে আপনাদের পরামর্শ ও মতামত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আশা করি আমরা সকলে সম্মিলিতভাবে সমস্যা কাটিয়ে তুলতে পারব।

আপনাদের সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন।

বেথুন স্মরণ - আমাদের কর্তব্য

ডাঃ মৃগেন গাঁতাইত

নর্মান বেথুন কর্মক্ষেত্রে একজন ডাক্তার ছিলেন। সেটা ছিল তাঁর পেশা। পেশার ক্ষেত্রে বেথুনের অনেক দক্ষতা ছিল, বিশেষতঃ যক্ষা রোগে বুকের অস্ত্রোপচারের নতুন যন্ত্রপাতি, পদ্ধতি ইত্যাদি আবিষ্কারের জন্য। পেশার দক্ষতা প্রয়োগ করতে গিয়েই বেথুন বুঝতে পারলেন যে, শুধু পেশাগত দক্ষতা দিয়ে মানুষকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব নয়। তাই শুরু করলেন মানুষের অসুস্থতার আরো গভীর কারণ খুঁজতে।

তাতেই তিনি বুঝতে পারলেন যে মানুষের

অসুস্থতার প্রধান কারণ হল দারিদ্র, যার মূল কারণ হল সমাজের মধ্যেকার আর্থিক বৈষম্য। আর এই বৈষম্য হল মুষ্টিমেয় মানুষের অতীব মুনাফালিপ্সার ফল। অভাব দারিদ্র মানুষের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয়, রোগগ্রস্ত হয়ে পড়লে তখন শরীরে রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতাও থাকে না।

বেথুনের তাই অনুভূতি হল যে, সমাজটার চিকিৎসা আগে করা দরকার। সামাজিক অবস্থাকে উপেক্ষা করে পেশাগত দক্ষতা দিয়ে কোন কাজই ভালভাবে সম্পন্ন করা যায় না। বেথুন তাই চলে গেলেন সাধারণ মানুষের কাছে যারা সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে সংগ্রামে লিপ্ত; কী স্পেন, কী চীন।

বেথুনের এই শিক্ষা তো আমাদের জন্যও প্রযোজ্য। যেমন, যত ভাল শিক্ষক হোন না কেন দরিদ্র ছাত্র, দুর্বল শরীর আর হতদরিদ্র স্কুলে কী ভালভাবে পড়ানো সম্ভব! স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান কর্মস্থান না থাকলে খেটে খাওয়া মানুষের সাধারণ স্বাস্থ্য খারাপ হবেই, দেশের শ্রমশক্তি কমবেই। ডাক্তারি জ্ঞান তখন অসহায়। আর ডাক্তার যদি সামাজিক অবস্থাকে মাথায় না রেখে কোন দরিদ্র রোগীকে দামী দামী ওষুধ, পরীক্ষা নিরীক্ষার কথা বলেন তাহলে রোগী কি চিকিৎসা চালাতে পারে!

আমাদের মনে রাখা উচিৎ আমরা সবাই সামাজিক জীব। সমাজের অবস্থাকে মাথায় না রেখে, তাকে উন্নত করার চেষ্টা না করে, আমরা কোন কাজই ভাল ভাবে করতে পারব না। পেশাগত মানুষের পাশাপাশি আমাদের সামাজিক মানুষ হয়ে উঠতেই হবে।

ঐ মেয়েটি

পুতুল মৈত্র

ঐ মেয়েটি লড়াই করে দেশ-মাতার জন্য
ছাত্র-যুব সাথে আছে ধন্য—মেয়ে ধন্য।।
জাত-পাত, বেকারীর কথা প্রচারেতে বলে
নতুন সাথী প্রতিনিয়ত সঙ্গে সঙ্গে চলে।।
প্রতিবাদে মাথা ফাটে—প্রশাসন নড়ে চড়ে
ব্যারিকেড ভেঙ্গে জবাব দেয় সে বজ্রনিনাদ স্বরে।।
লক্ষ প্রশ্ন—বিতর্ক—কতনা ভ্রান্তি ভয়
সব-কিছু ফেলে সামনে এসেছে যাদবপুরের জয়।।
এ জয় ছড়িয়ে যাবে— সময় বলে দেবে
সগৌরবে মানবতায় দেশ ঘুরে যাবে।।
"ঐশী" শক্তি সহায় হয়ে বলীয়ান যত নারী
বলবে শুধু "আমরা একা—একাই একশ' আমরা সব পারি।।

ফিরে দেখা

মৃণাল দত্ত

সব সুখ নিয়ে গেছে বসন্ত পাখি
রোদ্দুরে পুড়ে, বর্ষায় কাঁপন ধরে
শীত এলে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে হাত পা সেঁকা
তবে কি জীবন এখন গলিত কুষ্ঠ?
সহস্র দিন শেষে নরক যন্ত্রণা সমাপনে
কাকের ডানার অন্ধকার বিলীন
আকাশে আবারো জ্যোৎস্না নামে
পরিযায়ী পাখিরা গান গায়।
এই শীত গ্রীষ্ম বর্ষার অবিরল ধারাপাতে
ফুটপাত জননীর মতো নিত্যকার সংগ্রামে
ফিরে আসি দুরন্ত মিছিলে।

—ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ—

গত ১২ নভেম্বর তারিখের পরিচালন পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ১২-১২-২০২০ শনিবার বিকেল ৩টায় ১৫তম বাৎসরিক সাধারণ সভা, সংস্থার কার্যালয়ের দ্বিতলে বিমল চ্যাটার্জী সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হবে।

আপনাদের উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

ঃ আলোচ্য সূচী ঃ

১। ১৪তম বার্ষিক সভার বিবরণী। ২। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন—২০১৯-২০। ৩। ২০১৯-২০ আর্থিক বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব। ৪। পরবর্তী বছরের পরিচালন কমিটি গঠন। ৫। পরবর্তী বছরের হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ। ৬। পরবর্তী বছরের কর্মসূচী গ্রহণ। ৭। বিবিধ।

ধন্যবাদান্তে
দীপেশ মিত্র
সম্পাদক

- বিজ্ঞাপন -

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় ৭৬ বছর

পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)
২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরাভাষ ঃ ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪
যাদবপুর কেন্দ্র

বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন

৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড,
যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২
বাস ষ্টপ ঃ অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে
দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সন্ধ্যা ৬-৭টা)

কম খরচে
রোগনির্ণয়ে রক্ত পরীক্ষা

সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮টা-১১টা)

স্পেশালিষ্ট ক্লিনিক

পরামর্শ ১০০ টাকা + পি. আর. সি. সহায়তা ১০ টাকা

১) ডঃ উৎপল ব্যানার্জী (অর্থোপেডিক) এম.এস, ডি.এন.বি (অর্থো)
প্রতি মাসের ২য়/৪র্থ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা-৭টা

২) ডঃ প্রদ্যুৎ শূর এম.ডি. (গাইনোকলজিস্ট) বুধবার, সন্ধ্যে ৭টা-৯টা

৩) ডঃ বি. বাউর-এম.ডি. (জেনারেল মেডিসিন)-বুধবার, ৩টা-৪টা

৪) ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জি এম. ডি. (নিউরো-সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) মঙ্গলবার, ৮টা-৯টা

৫) ডঃ মৌমিতা চ্যাটার্জী এম.ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন), সোমবার, সন্ধ্যে ৮টা-৯টা

আবেদন _____

বিধান পল্লিতে নির্মিয়মান বৃদ্ধাবাসের জন্য অর্থ সাহায্য করুন।

Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatric.in